রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ী শিক্ষা সংস্থান
উচ্চমাধ্যমিক বাংলা পাঠক্রম

1.0 বাংলা কেন পড়ব

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা। তবে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার মানুষের মুখের বাংলা এক এক এলাকায় এক এক রকম। এগুলিকে বলা হয় আঞ্চলিক কথ্য ভাষা। এই সব কথ্য ভাষা নিজ নিজ এলাকায় সীমাবদ্ধ। তাই সমাজের সর্বস্তরে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার ব্যবহার করা যায় না, তার বদলে সমাজের সর্বস্তরে পড়া ও লেখার জন্য একটিমাত্র লেখ্য ভাষার ব্যবহার করা হয়। সমাজের সবস্তরে এই লেখ্য ভাষার ব্যবহারকে মেনে নেওয়া হয় বলে একে বলে মান্যভাষা। বাংলা মান্য ভাষার দুটি রূপ— একটি প্রাচীন, অন্যটি আধুনিক। প্রাচীনটির নাম সাধু ভাষা ও আধুনিকটির নাম চলিত ভাষা।

সমাজে সরকারি বেসরকারি সবরকম জনসংযোগের কাজে এই মান্যভাষা ব্যবহার করা হয়। কবি ও সাহিত্যিকেরাও তাঁদের সাহিত্যচর্চায় এই মান্য ভাষা ব্যবহার করেন। খবরের কাগজে, রেডিও-টিভিতেও আধুনিক মান্যভাষা বা চলিত ভাষা ব্যবহার হয়। এই জন্যই বাংলাভাষী হিসেবে আমরা সকলেই নিজের এলাকায় দৈনন্দিন কাজে আঞ্চলিক কথ্য ভাষা ব্যবহার করলেও বৃহত্তর সামাজিক কাজকর্মে মান্য লেখ্য ভাষা ব্যবহার করি। প্রথাগত বিদ্যালয়ে যে বাংলা বিষয় পড়া ও পড়ানোর ব্যবস্থা আছে সেখানে এই মান্য বাংলারই শিক্ষা দেওয়া হয়। তারই ধারার সঙ্গে যোগ রেখে ভাষা ব্যবহারের সামাজিক রীতি আয়ত্ত করার প্রয়োজনে মুক্ত বিদ্যালয়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকেও মান্য বাংলা পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই শিক্ষা ব্যবস্থায় দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী মান্য ভাষার বুনিয়াদি জ্ঞান লাভ করে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে মান্য ভাষার নানামুখী প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অভ্যস্ত করানো হবে। এর ফলে এই পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থী দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজন মত মান্য ভাষার উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারবে। আবার মাতৃভাষায় উচ্চতর শিক্ষার পথেও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারবে।

2.0 পূর্বার্জিত সামর্থ্য

এই পাঠক্রমে প্রবেশের আগে শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন।

(১) কথ্য ও মান্য ভাষার মিল ও অমিল বুঝতে পারা;

(২) বাংলা মান্য ভাষার দুই রূপ, সাধু ও চলিতের প্রয়োগগত পার্থক্য বুঝতে পারা;

(৩) চলিত ভাষায় বলা ও বর্ণনা করার ক্ষমতা;

(৪) চলিত ভাষায় স্বাধীনভাবে লেখার ক্ষমতা;

(৫) সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মূল্যবোধের পরিচয়;

(৬) তালিকা, সারণি, রেখচিত্র ইত্যাদি রচনায় দক্ষতা।

3.1 পাঠক্রমের সাধারণ উদ্দেশ্য

১. বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য রচনার পরম্পরা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা;

২. ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মান্য ভাষার প্রয়োগের দক্ষতাবৃদ্ধি;

৩. বাংলা ভাষার বিকাশ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা গঠন;

৪. সাহিত্যের ভাষা ও ব্যবহারিক ভাষার পার্থক্য নির্ণয়;

৫. সাহিত্যের ভাষা ও ব্যবহারিক রীতির ভাষার মধ্যে যোগাযোগ;

৬. জাতীয়তাবোধ সঞ্চার এবং জাতীয় সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা ও তার নিরসনের প্রয়াস;

৭. আত্মবিশ্বাস ও নিজের ভাবনাকে বিকশিত করা।

3.2 পাঠক্রমের বিশেষ উদ্দেশ্য

এই পাঠক্রম শেষ করার পর, আশা করা যায়, শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিশেষ সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারবেন।

১. বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারা;

২. ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভাষার উপযুক্ত প্রয়োগ করতে পারা;

৩. পঠিত ও পাঠ্য বহির্ভূত কোনো পাঠের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারা;

৪. পাঠ্য অংশে ব্যবহৃত পদ্য ও গদ্য ভাষা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে পারা;

৫. পঠিত ও পাঠ্যবহির্ভূত কবিতার/কবিতাংশের গদ্যের/গদ্যাংশের বৈশিষ্ট্য ও বক্তব্য বিষয় বুঝে নিতে পারা

৬. সাবলীলভাবে মান্য ভাষা প্রয়োগ করতে পারা

৭. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা

৮. পর্যটন ও গণজ্ঞাপন-এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ; ওই দুটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিশেষ ভাষার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে ও ব্যবহার করতে পারা।

4. সামর্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে বাংলা শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া

4.1 সামর্থ্যের চারটি দিকের পরিচয় (তথ্য সন্ধান, তথ্য বোধ, তথ্য বোধের প্রয়োগ, নকশা-চার্ট ইত্যাদি তৈরি করার দক্ষতা।

4.2 কথন ও শ্রবণ প্রক্রিয়া ঃ ক) সাহিত্যিক এ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে

খ) ব্যবহারিক ক্ষেত্রে

4.3 পঠন প্রক্রিয়া ঃ ক) কবিতা

খ) সাধারণ গদ্য

গ) কথাসাহিত্য ও নাটক

4.4 লিখন প্রক্রিয়া ঃ ক) সাহিত্যিক ক্ষেত্রে

খ) সৃজন ক্ষেত্রে (স্বাধীন রচনা)

গ) ব্যবহারিক ক্ষেত্রে

4.5 ভাষারীতি শিখন প্রক্রিয়া ঃ ক) ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি

খ) নির্মিতি (বক্তৃতা, ভাষণ প্রভৃতি)

গ) নোট নেওয়া ও নোট দেওয়া

ঘ) অর্থবোধ

ঙ) ডায়েরি

চ) স্বাধীন রচনা

5. উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাচিত পাঠসম্বলিত 3টি মুদ্রিত বই হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় বইতে থাকবে — কবিতা, সাধারণ গদ্য, কথাসাহিত্য, নাটক।

তৃতীয় বইটিতে একটি উপন্যাস ও দুটি ঐচ্ছিক বিষয়ের পাঠ ঃ

ক) পর্যটন (খ) গণজ্ঞাপন

6. শিখন সামগ্রী উপকরণ ঃ ক) সি.ডি.

খ) 30টি শিক্ষার্থী সহায়ক ক্লাস

গ) প্রকল্প বিবরণী

7. সামর্থ্য নির্ণায়ক মূল্যায়ন : ক) মৌখিক (শোনা ও বলার জন্য শিক্ষার্থীরা প্রকল্প তৈরি করবেন)

খ) লিখিত

গ) TMA মূল্যায়ন

ঘ) বাংলা বিষয়ের জন্য প্রশ্নগুলোর পূর্ণ মান 100। উত্তর দানের সময় 3 ঘন্টা।

8. মূল্যায়ন পত্রের নমুনা : শিক্ষক অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য তিনটি তৈরি করবেন।

** শোনা ও বলার পরীক্ষা হবে আভ্যন্তরীন, শিক্ষার্থীর তৈরি প্রকল্পের ভিত্তিতে।

এই পরীক্ষা নেওয়া হবে পাঠকেন্দ্রে।

প্রাপ্ত নম্বরের গ্রেড মার্কশিটে ও প্রমাণপত্রে দেখানো হবে।

পাঠক্রমের পরিচিতি:

রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ী শিক্ষা সংস্থানে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রুচি ও প্রয়োজনের কথা মনে রেখে পাঠক্রমের কেন্দ্রীয় ও ঐচ্ছিক দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় পাঠক্রম আবশ্যিক। কোনও বিকল্প নেই। ঐচ্ছিকে যে কোনও একটি বেছে নেওয়া যাবে।

আবশ্যিক :

আবশ্যিক বিষয়ের সাধারণ উদ্দেশ্য

- অর্জিত সামর্থ্য বিভিন্ন কাজে লাগানো;
- নূতন নূতন শব্দের গঠন ও উপযুক্ত ব্যবহারের কৌশল জানা;
- ভাব অনুযায়ী বাক্যের গঠন শেখা ও বাক্যের ব্যবহার জানা;
- পঠিত অংশে আলোচিত মানবিক দিকগুলো সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা;
- নিজের বক্তব্যকে সহজ ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করা;
- কোনো বিষয়ে সঠিকভাবে আলোচনা ও সমালোচনা।

আবশ্যিক বিষয়ের বিশেষ উদ্দেশ্য

- পঠিত বিষয় থেকে অর্জিত সামর্থ্যের সাহায্যে নিজের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন;
- একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, বাঞ্ছিত চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধে নিজেকে সমৃদ্ধ করা।

ঐচ্ছিক :

পর্যটন ও গণজ্ঞাপন এই দুটির যে কোনও একটি বেছে নিতে হবে।

ঐচ্ছিক বিষয়ের সাধারণ উদ্দেশ্য

- এই বিষয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত সামর্থ্য তাঁর জীবিকা ও বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করবে;
- এর জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা ব্যবহারের সামর্থ্য অর্জন করতে পারবেন;
- সবরকম পর্যটকদের নিয়ে চলার সাংগঠনিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন;
- সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা, সততা ও মানবিক মূল্যবোধ অর্জন করতে পারবেন।

ঐচ্ছিক বিষয়ের বিশেষ উদ্দেশ্য

- বৃত্তি অনুযায়ী মানসিকতা গঠন (যেমন পর্যটনের ক্ষেত্রে নম্রতা, সৌজন্য, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি);
- বৃত্তি অনুযায়ী মানসিকতা গঠন (যেমন গণজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সাহসিকতা, সময়ানুবর্তিতা, ধৈর্য্য ইত্যাদি);
- যে কোনও পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার উপযুক্ত মানসিক দৃঢ়তা;
- সকলের সঙ্গে মেশার এবং সকলকে নিয়ে চলার নমনীয় মানসিকতা ও নৈপুণ্য অর্জন।

পাঠক্রমের ভাগ

	পাঠক্রমের ভাগ	নম্বর	সময়
(১)	কেন্দ্রীয়	৮৫	২১০ ঘন্টা
	(ক) শ্রবণ	০০	১০ ঘন্টা
	(খ) কথন	০০	১০ ঘন্টা
	(গ) পঠন	৪০	৯০ ঘন্টা
	(ঘ) লেখন (প্রয়োজনমূলক ভাষা)	৩৩	৬০ ঘন্টা
	(ঙ) ব্যবহারিক ব্যাকরণ	১২	৪০ ঘন্টা
(২)	ঐচ্ছিক	১৫	৩০ ঘন্টা
	(ক) পর্যটন		
	(খ) গণজ্ঞাপন		
	মোট	১০০	২৪০ ঘন্টা

উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচি

বিষয় : বাংলা

প্রস্তাবনা

বাংলা বিষয়ের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম নির্ধারিত হয়েছে তার সঙ্গে সংগতি রেখে এই স্তরের বাংলা বিষয়ের পাঠ্যসূচি তৈরি করা হয়েছে। পাঠ্যসূচির জন্য পাঠ নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে :

(1) নির্বাচিত পাঠগুলির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক পরম্পরা সম্পর্কে চেতনা সঞ্চার।

(2) নির্বাচিত কবিতাগুলিকে যুগ অনুসারে বিভাজিত করে প্রায়-আধুনিক ও আধুনিক যুগের বাংলা কবিতার বিষয় ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা গড়ে তোলা।

(3) নির্বাচিত গদ্য পাঠগুলির মধ্য দিয়ে (ক) বাংলা গদ্যের প্রাচীন ও আধুনিক রীতির পরিচয় দান (খ) বিষয় ও শৈলীর দিক দিয়ে বাংলা গদ্যের বৈচিত্র্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

(4) নির্বাচিত সৃজনধর্মী গদ্য রচনাগুলির (উপন্যাসের অংশ, ছোট গল্প ও নাটিকা) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ওই ধরণের রচনার রসাস্বাদের ও রসগ্রাহী আলোচনার সামর্থ্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

(5) পাঠ্যসূচির পাঠ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে কতকগুলি সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মূল্যবোধের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। যেমন : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, নারীমুক্তি ও নারী-পুরুষের সমানাধিকার, আদিবাসী জনজীবনের বৈশিষ্ট্য, পরিবেশের ভারসাম্য, পশুপ্রীতি, মহাজনি ও জমিদারি শোষণের বিরুধে শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম, জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা, ধর্মান্ধতার বিরোধিতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, সমাজতান্ত্রিক জীবনদর্শন প্রভৃতি।

(৬) ব্যাকরণ ও নির্মিতির জন্য যেসব পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে সেগুলির মধ্য দিয়ে ব্যাকরণ ও ভাষাচর্চার গতানুগতিক ধারার বদলে ব্যবহারিক তথ্য প্রয়োগমূলক দিকটির দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষত নির্মিতির ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে যেগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার কর্মজীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিপুণ প্রয়োগ-সামর্থ্য অর্জন করতে পারবে।

নির্বাচিত পাঠ্যাংশের তালিকা পরে দেওয়া হল।

ক) কেন্দ্রীয় পাঠক্রম অনুযায়ী উপন্যাস ছাড়া দুটি বই হবে। এ ছাড়া উপন্যাস ও ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য পৃথক একটি বই হবে। তিনটি বইয়ের জন্য মোট (২০+১২+৩) মোট ৩৫টি পাঠ থাকবে।

খ) *প্রথম বইয়ের বিষয়:*

(ক) পঠিত ও পাঠ্য বহির্ভূত কবিতা ও সে সম্পর্কিত আলোচনা

(খ) পঠিত ও পাঠ্য বহির্ভূত গদ্য (কথাসাহিত্য ও নাটক বাদে)

(গ) পঠিত ও পাঠ্য বহির্ভূত গদ্য (কথাসাহিত্য ও সাহিত্যের অংশ ও নাটকের অংশ)

(ঘ) বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (নির্বাচিত পাঠগুলির ভিত্তিতে)

নম্বর বিভাজন : (ক)-এর জন্য - ১০ নম্বর
(খ)-এর জন্য - ১০ নম্বর
(গ)-এর জন্য - ১৫ নম্বর
(ঘ)-এর জন্য - ৫ নম্বর

মোট - ৪০ নম্বর

গ) *দ্বিতীয় বইয়ের বিষয়:*

(ক) ব্যাকরণ নম্বর - ১২

1. শব্দভাণ্ডার,
2. পদগঠন — প্রত্যয় ও সমাসযোগে,
3. ভাষারীতির পরিবর্তন (সাধু-চলিত)
4. বাক্যের রূপান্তর, গঠনগত ও অর্থগত।

(খ) নির্মিতি নম্বর - ৩৩

5. পত্ররচনা - ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক (অফিশিয়াল) পত্রের খসড়া বা মুশাবিদা রচনা
6. সংক্ষিপ্তসার (প্রেসি)
7. প্রতিবেদন রচনা
8. অফিসের ফাইলে নোট দেওয়া
9. তালিকা রচনা (কোনো বিষয়ের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও উপকরণ)
10. বিভিন্ন রেখাচিত্রের (যেমন family tree) ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ
11. পাঠ্য বহির্ভূত অংশের বোধ পরীক্ষণ (test of comprehension)
13. নোট নেওয়া ও নোট দেওয়া

ঘ) *তৃতীয় বইয়ের বিষয়:*

(ক) **উপন্যাস** - আরণ্যক - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(খ) **ঐচ্ছিক বিষয় :**

(1) **পর্যটন :** (Tourism)

(ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
(খ) পর্যটনের সেকাল - একাল
(গ) আধুনিক পর্যটন শিল্প
(ঘ) পর্যটনের নানা রূপ
(ঙ) পর্যটনের পরিকাঠামো
(চ) পর্যটনের পরিষেবার নানা দিক
(ছ) পর্যটনের বাণিজ্যিক দিক
(জ) পর্যটনের সাংস্কৃতিক দিক
(ঝ) পর্যটনে জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতাবোধের সুযোগ

(2) গণজ্ঞাপন (Mass Communication):

(ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(খ) গণজ্ঞাপনের রীতি : বাচনিক, মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিন

(গ) বাচনিক গণজ্ঞাপনের চিরাচরিত রীতি

(ঘ) মুদ্রিত গণজ্ঞাপনের নানা রূপ ও প্রক্রিয়া

(ঙ) বৈদ্যুতিন মাধ্যম (রেডিও ও টেলিভিশনের সম্প্রচার প্রক্রিয়া ও প্রভাব)

(চ) বিভিন্ন গণমাধ্যমে ব্যবহৃত বিশেষ ভাষা রূপ (term)

নির্বাচিত পাঠ্য তালিকা

কবিতা ঃ

১) কবিতা কীভাবে পড়তে হবে : বাংলা কাব্যসাহিত্যের রূপরেখা

২) রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা— চণ্ডীদাস

৩) প্রশ্ন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪) পদ্মাবতীর বিবাহ মঙ্গল— আলাওল

৫) মধুসূদন দত্ত — কাশীরাম দাস

৬) নজরুল ইসলাম — নারী

৭) জীবনানন্দ দাশ — এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে

৮) শামসুর রহমান — বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে

৯) নবনীতা দেবসেন — নাজমা

গদ্য ঃ

১) গদ্য কিভাবে পড়তে হবে : বাংলা গদ্যসাহিত্যের রূপরেখা

২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — গালিলিয় (সংক্ষেপিত)

৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বিড়াল (সংক্ষেপিত)

৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — শিলাইদহ থেকে

৫) এস ওয়াজেদ আলি — অতীতের বোঝা (সংক্ষেপিত)

৬) আশাপূর্ণা দেবী— অনাচার

৭) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — কালাপাহাড় (সংক্ষেপিত)

৮) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — শিল্পী

৯) সুদীপ্তা সেনগুপ্ত — টেরা ইনকগনিটা

১০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়— আরণ্যক (কথাসাহিত্য) (সংক্ষেপিত)

১১) উৎপল দত্ত — নীলকণ্ঠ (নাটক) (সংক্ষেপিত)